28 MAY 1989

দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 28 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1

দৈনিক খবর

ঢাকা রোববার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ বাংলা

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম জাতীয় সংসদে বলেছেন, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনে আইন প্রণয়ন করা হবে। এ সম্পর্কিত বিল শীগগিরই সংসদে উত্থাপিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার বেসরকারী দিবসে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু সংক্রান্ত ২টি বেসরকারী প্রস্তাবের ওপর বিবৃতিদানকালে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনের ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে গণশিক্ষা পরিদপ্তরের একজন উপ-পরিচালকই এখন রেজিস্ট্রেশন দিতে পারবেন।

বলেন অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের দারিদ্র্য এবং সকল প্রকার পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব। দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত না করতে পারলে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন বা সমৃদ্ধি অর্জন করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। বিশ্বের প্রতিটি ধনী ও উন্নত রাষ্ট্রের উন্নতির মূলে রয়েছে শিক্ষা। বস্তুতঃ শিক্ষার বিস্তার ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ধারা রচনা করা সম্ভব নয়। আর বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জাতির পক্ষে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্য রচনার জন্যে শিক্ষার বিকল্প কিছু হতে পারে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা এখনও বহুদূর পিছিয়ে আছি। শিক্ষার হার যেখানে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, সেখানে তা হ্রাস পাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এক তথ্যে জানা যায়, ১৯৭০ সালে শিক্ষিতের হার ছিলো শতকরা ২১ ভাগ। এখন তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৭ পয়েন্ট ৭ ভাগে। প্রাপ্ত তথ্যে আরও জানা যায়, ১৯৫১ সালে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিলো ২ কোটি ৪৬ লাখ। এখন নাকি তা ৯ কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া যে সমস্ত শিশু লেখাপড়ার জন্য স্কুলে ভর্তি হয় তাদের শতকরা ৮০ ভাগই না-কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে শিক্ষাজীবন ত্যাগ করে।

নিরপেক্ষরতা একটা জাতির জন্য অভিশাপ। দেশে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব, দক্ষ জনশক্তি ও ত্রুটিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনে সর্বাগ্রে নিরপেক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। এ জন্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা যথাশীঘ্র সম্ভব চালু করা উচিত। দেশে এ যাবৎ ১০টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং প্রতিটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেই অবৈতনিক শিক্ষার কথা আছে। কারণ, দারিদ্র্য, শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি ও আনুষাঙ্গিক খরচ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক বালক-বালিকার পক্ষেই শেষাবধি লেখাপড়া চালানো সম্ভব হয় না। এক হিসেবে জানা যায়, বর্তমান কালে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে শতকরা ৭৫ ভাগ বালক-বালিকা শিক্ষা জীবন ত্যাগ করে। আরেক তথ্যে জানা যায়, দেশের ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০ হাজার শিক্ষকের পদ খালি। এ ছাড়া শতকরা ৭৫ ভাগ স্কুল ঘর বর্ষায় এবং শতকরা ৩০ ভাগ সারা বছর ব্যবহারের অযোগ্য থাকে। এসব তথ্য নিঃসন্দেহে হত্যাশাব্যঞ্জক। কেননা আমাদের দ্রুত উন্নতি লাভ করতে হলে শিক্ষার ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এসব কথা গুরুত্বসহকারে বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতির কোন চিহ্ন দেখা যায় না। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতার পর স্বভাবতঃই আমরা আশা করেছিলাম, দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা হবে ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা স্বাধীনতার ১৮ বছর পরেও সংবিধানের অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারিনি। এই ব্যর্থতা যেমন দুঃখজনক তেমনি লজ্জাস্কর। আমরা অতি সত্বর এর পরিবর্তন চাই। শীগগিরই দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হচ্ছে জেনে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত-বোধ করছি। জানা গেছে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত আশার কথা। আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার কথা আছে। আমরা মনে করি, সম্ভব হলে আরো আগেই তা চালু করা উচিত। কেননা এমনিতেই বড় বেশী বিলম্ব হয়ে গেছে। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস করে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে ৫ম শ্রেণী এমনকি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান সরকারের এ ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব নেই। প্রতিটি স্কুলে ডবল শিফট ব্যবস্থা চালু করে এবং প্রয়োজন সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন সরকারের জন্যে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও অবাস্তব কিছু নয়। শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচীর দ্রুত বাস্তবায়ন জাতির স্বার্থেই অত্যন্ত জরুরী।